F.C

① সরল বস্তুবাদ সম্পর্কে লেখ ?

(10)

উঃ সরল বস্তুবাদ :

1. যে বস্তুবাদ অনুসারে মন নিরপেক্ষ বা জ্ঞান নিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় এবং বস্তুকে সরাসরি ভাবে জানা যায় তাকে বলা হয় সরল বস্তুবাদ।

2. জ্ঞানের বিষয় সম্পর্কে সাধারন মানুষের যে মতবাদ সেটাই হ সরল বস্তুবাদ।

3. এই মতবাদ অনুসারে আমরা সরাসরি ভাবে যা জানি তাই সত্য।

* সরলবস্তুবাদের মূল বক্তব্য:—

1.

1. আমরা যে জগৎ-এ বাস করি সেখানে আমাদের মনের বাইরে অসংখ্য বস্তু আছে। যথা- গাছ-পালা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, বাড়ি-ঘর, ইত্যাদি।

2. এই মতবাদ বহুত্ববাদে বিশ্বাসী।

3. এই জগৎ-এ যেমন অনেক মানুষ আছে এবং তাদের মন আছে, তেমনি অনেক বস্তু আছে।

2.

1. বস্তুর অস্তিত্ব আমাদের মনের উপর নির্ভর করে না।

2. গাছ, পাহাড় ইত্যাদির অস্তিত্ব আমাদের দেখার উপর বা মানার উপর নির্ভর করে না।

3. আমরা প্রত্যক্ষ না করলেও এরা অস্তিত্বশীল থাকে। অর্থাৎ বস্তুসমূহের অস্তিত্ব মন ~~নির্ভর~~ নিরপেক্ষ।

3.

1. এই মতবাদ অনুসারে আমরা বস্তুকে সরাসরি জানি। অর্থাৎ বস্তুটি আসলে যেমন আমরা তাকে সরাসরি ঠিক সেভাবেই জানি।

2. মন যেন এক প্রতিফলিত অমলিন আয়না যার উপর প্রত্যক্ষের বস্তুটি সরাসরি প্রতিফলিত হয় এবং বস্তুটি ঠিক যেমন সেভাবেই অবিকল প্রতিফলিত হয়।

3. আমাদের চেতনা যেন এক সন্ধানী আলোক।

4.

1. বস্তুকে সরাসরি জানার ফলে আমাদের চেতনা বস্তুকে প্রভাবিত করে না, বরং বস্তুই আমাদের চেতনাকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে।

2. বস্তু যেমন সেভাবেই আমাদের বস্তুর জ্ঞান হয়।

চ.

১. বস্তু যেমন মনের বাইরে আছে, বস্তুর গুণগুলিও তেমনি মনের বাইরে

২. মনের বাইরে যে বস্তু তাকে যেমন আমরা সরাসরি জানি, সেই বস্তুতে আশ্রিত বর্ণ, গন্ধ, আকৃতি, ইত্যাদি মুখ্য গুণকেও সরাসরি ভাবে অবিকৃত ভাবে জানি।

৩. সন্ধানী আলোকের মতন আমাদের চেতনা স্থূল সম্প্রীত বস্তুর উপরে সরাসরি উদ্ঘাটিত করে।

* সমালোচনা:

1 সরল বস্তুবাদ গ্রহণযোগ্য মতবাদ নয়।

2. সরল বস্তুবাদের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি হল, এই মতবাদ আমাদের ভ্রান্ত জ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

3. ~~প্র~~ বস্তুকে যদি আমরা সরাসরি এবং অবিকৃত ভাবে প্রত্যক্ষ করি তাহলে ভ্রান্ত জ্ঞানের কোনো সম্ভাবনা থাকে না - সব জ্ঞানই সত্যি এবং ~~কোনো সম্ভাবনা~~ থাকে না নিশ্চিত হয়।

4. কিন্তু অনেক সময় আমাদের জ্ঞান যে ভ্রান্ত

হয় একথা অস্বীকার করা যায় না। যেমন-
বস্তুতে সর্প ভ্রম হয়।

২. বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে পার্থক্য লেখ? (5)

⇒ বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে বাস্তবাদ এবং ভাববাদ হল জ্ঞানবাদ মতবাদ। এই দুটি মতবাদ হলো জ্ঞানের বিষয় সম্পর্কে দুটি বিরোধী মতবাদ। এই দুটি মতবাদের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য গুলি নিম্নে আলোচনা করা —

1. যে মতবাদ অনুসারে জাগতিক বস্তুসমূহের অস্তিত্ব আমাদের জানার উপর নির্ভর করে না। আমরা না জানলেও ওদের অস্তিত্ব থাকে তাকে বস্তুবাদ বলে। বস্তুবাদ অনুসারে জ্ঞান এবং জ্ঞানের বস্তু উভয়েরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে।

☐ অপরদিকে যে মতবাদ অনুসারে জাগতিক বস্তু সমূহ আমাদের উপর নির্ভর করে না জ্ঞেয় বস্তুর মন নিরপেক্ষ কোনো সত্তা নেই। ② বস্তুবাদ অনুসারে তব জ্ঞানের বিষয় সম্বন্ধ বা আকস্মিক এবং ওই সম্বন্ধ ছিন্ন হলে জ্ঞাতার অথবা জ্ঞানের বিষয় স্বরূপের কোনো পরিবর্তন হয় না, তারা নিজ

নিজ স্বরূপে অবস্থান করে।

□ অপর দিকে ভাববাদ অনুসারে

সত্তা জ্ঞানের বিষয়ের হলো আন্তর বা আত্মগত সম্পর্ক। এই সম্পর্ক ছিন্ন হলে জ্ঞাতার অস্তিত্ব অর্থাৎ আত্মগত জ্ঞানের বিষয়ের তার হানি হয়

৩) বস্তুবাদ অনুসারে আমাদের জ্ঞান বস্তু দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় বস্তু হচ্ছে জ্ঞান স্বাধীন বস্তুকে অনুসরণ করেই আমাদের জ্ঞানের ' হয়।

□ অপর দিকে ভাববাদ অনুসারে জ্ঞাতার চেতনা বা ধারণাই বস্তুকে গঠন করে :- জ্ঞাতার চেতনা বা ধারণাকে অনুসরণ করেই বস্তুর গঠন হয়। এককথায় বলা যায় 'বস্তুবাদ অনুসারে বস্তুই জ্ঞানকে গঠন করে।

৪) বস্তুবাদ অনুসারে বস্তু ও বস্তুর ধারণা অভিন্ন নয়, তারা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়।

□ অপর দিকে ভাববাদ অনুসারে বস্তু ও বস্তুর ধারণা অভিন্ন।

① দেহ ও মনের সম্পর্ক বিষয়ে সমান্তরালবাদ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। +10

উ: সমান্তরালবাদ: বুদ্ধিবাদী দার্শনিক স্পিনোজা মানস দৈহিক সমান্তরালবাদের প্রবর্তন করেন এবং পরবর্তীকালে অনেকে এর মতকে সমর্থন করে দেন সমান্তরালবাদ অনুসারে মন ও দেহের মধ্যে কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই। কারণ মন ও দেহ পরস্পর নিরপেক্ষ দ্রব্য নয়, এই দুটি ঈশ্বরের নিরপেক্ষ গুণ বা ধর্ম। স্পিনোজার মতে প্রতিটি মানসিক প্রক্রিয়ার সাথে অনুরূপ একটি দৈহিক প্রক্রিয়া থাকে। কিন্তু এই দুটি প্রক্রিয়া কোন কার্যকারণ সম্পর্কে যুক্ত নয়। কারণ একটি মানসিক প্রক্রিয়ার কিংবা একটি দৈহিক প্রক্রিয়ার সাথে অপর একটি দৈহিক প্রক্রিয়ার কার্য কারণ সম্পর্ক থাকতে পারে। কিন্তু কোন একটি মানসিক প্রক্রিয়ার কার্যকারণ সাথে একটি দৈহিক প্রক্রিয়ার কিংবা একটি দৈহিক প্রক্রিয়ার সাথে একটি মানসিক প্রক্রিয়ার কার্যকারণ সম্পর্ক থাকতে পারে না। এই

দুটি মানসিক ও দৈহিক প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন যোগাযোগ সম্পর্ক না হলেও সমান্তরাল ভাবে এদুটি প্রক্রিয়া নিরন্তর ভাবে প্রবাহিত হয়।

সমান্তরালবাদ অনুসারে যখনই কোন মানসিক ঘটনা ঘটে তখনই অনুরূপ একটি দৈহিক ঘটনা ঘটে যায়, আবার যখনই কোন দৈহিক ঘটনা ঘটে তখন তার অনুরূপ একটি মানসিক ঘটনা সংঘটিত হয়। এই দুটি অসংযুক্ত সমান্তরাল প্রবাহ কখনই তাদের সমান্তরাল অবস্থা হারায় না। যেমন- একটি পাতলা রবার বলের উপর মাঝামাঝি অবস্থায় একটি হলুদ বর্ণের রেখা অঙ্কিত করলে রেখাটি আমাদের কাছে বৃত্তাকার মনে হবে। বলের রবার এত পাতলা যে হলুদ রঙের রেখাটি ভিতর দিক থেকেও পরিস্ফুটিত হয় অথবলের আকার ধারণ করবে। কার্যতঃ বলটিতে

একটিমাত্র রেখা না হয়ে ও অবশেষে দুই আকার ধারণ করে। অনুরূপভাবে একই বিশেষ ভিতরে ও বাহিরে অর্থাৎ চিন্তার ও বিস্তৃতির বিকার হিসাবে দেখা যায়। চিন্তার বিকার হল মন এবং বিস্তৃতির বিকার হল বস্তু বা দেহ।

দুটি সমান্তরাল সরল রেখা যেমন একটি অপরটির উপর নির্ভর না করে সমান দূরত্ব বজায় রেখে সামনের দিকে এগিয়ে চলে তেমন দেহ ও মন পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর না করে বা যুক্ত না হয়ে একই ভাবে পরিবর্তনশীল। দেহে যখন কোন পরিবর্তন হয় তখন মনেও অনুরূপ পরিবর্তন দেখা যায়। আবার মনে যখন কোন পরিবর্তন হয় তখন দেহেও অনুরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। স্পিনোজার মত, একেই মানস দৈহিক সমান্তরালবাদ বলে।

* সমালোচনা: দেহ ও মনের সম্পর্ক সম্বন্ধে স্পিনোজার সমান্তরালবাদ সর্বত্র তার সমর্থন পায় নয়। যেমন-

(i) সমান্তরালবাদ অনুসারে যেখানে যেখানে জড় বা বিস্তৃতি আছে সেখানে সেখানেই মন বা চৈতন্য আছে। কিন্তু আমরা চৈতন্যহীন বস্তু জড় পদার্থও দেখতে পাই, আবার পর্বত, পাথর প্রভৃতির বিস্তৃতি আছে, কিন্তু চেতনা নেই।

(ii) অনেক ক্ষেত্রে দৈহিক প্রক্রিয়া ও মানসিক প্রক্রিয়া সবক্ষেত্রে সমান্তরাল হয় না। যেমন- শিশুদের ক্ষেত্রে মানসিক প্রক্রিয়া কম কিন্তু দৈহিক ক্রিয়া বেশি। আবার বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে মানসিক ক্রিয়া বেশি কিন্তু দৈহিক প্রক্রিয়া কম।

(iii) সমান্তরালবাদ মেনে নিলে দেহ ও মনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা যাবে না।

(গ) সমান্তরালবাদে বলা হয় যে, মানসিক প্রক্রিয়া কোন ভাবে দৈহিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না। অর্থাৎ মনের সাহায্য দ্বারাই দৈহিক ক্রিয়া বা ঘটনা সংঘটিত হতে পারে। কিন্তু আমরা মানি যে, স্বার্থের বাসনা প্রথম মনে আসে পরে দৈহিক ক্রিয়ার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।

F.C Date-

4. সরল বস্তুবাদ কাকে বলে? এর ত্রুটি গুলি কী কী? বিজ্ঞানিক বস্তুবাদ সরল বস্তুবাদের এই ত্রুটি গুলি দূর করতে কতটা সক্ষম হয়েছে? 2+4+4 = 10

উ: <u>সরল বস্তুবাদ</u>: বস্তুবাদ সাধারনত দুই প্রকার। যথা- সরল বা লৌকিক বস্তুবাদ এবং প্রতিরূপী বা বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ। যে বস্তুবাদ অনুসারে জ্ঞানের বিষয়ের যেমন মন নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। তেমনি সেই বিষয়ের গুন গুলিরো মন নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। এবং বাহ্য বস্তুকে সরাসরি ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়, সেই বস্তুবাদকে বলা হয়

সরল বস্তুবাদ।

সরল বস্তুবাদকে সাধারণ লোকের মতবাদ বলা হয় এবং সাক্ষাৎ বস্তুবাদও বলা হয়। কেননা সাধারণ লোক সরল মনে এই মত পোষণ করে যে, বস্তু না থাকলে জানা যায় না এবং বস্তুকে সাক্ষাৎ ভাবে জানা যায়।

ত্রুটি বা সমালোচনা:-

1. সরল বস্তুবাদ ভ্রান্ত জ্ঞানের কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে না। যে বস্তুটি যেমন তাকে যদি ঠিক সেই ভাবেই জানি বা দেখি, তাহলে অন্ধকার রাত্রিতে আমরা অনেক সময় দড়িতে সাপ দেখি কেন? দড়িতে সাপ নেই অথচ সাপের জ্ঞান হয়, সরল বস্তুবাদ এই জাতীয় ভ্রান্ত প্রত্যক্ষমূলক জ্ঞানের কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

2. সরল বস্তুবাদ অমূল প্রত্যক্ষের কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে না। অমূল প্রত্যক্ষ হল

সেই প্রত্যক্ষ যেখানে কোনো বস্তু নেই অথচ কোনো কিছু বস্তু রূপে প্রতিভাত হয়। যেমন- ঘরের মধ্যে কেউ নেই অথচ ভুল করে প্রত্যক্ষ করলাম যে কে যেন ও দাঁড়িয়ে আছে। সরল বস্তুবাদ এই জাতীয় ভ্রান্ত জ্ঞানের কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

iii. সরল বস্তুবাদ স্বপ্ন দৃশ্য বস্তুর কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে না। স্বপ্নে আমরা অনেক কিছুই প্রত্যক্ষ করি, যাদের কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। কিন্তু সরল বস্তুবাদ মেনে নিলে আমাদের স্বীকার করতে হয় যে স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তুর মন নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। কিন্তু সমর্থন যোগ্য নয়।

iv. সরল বস্তুবাদ অনুসারী বস্তুর সব গুণই বস্তুগত কিন্তু একথা ঠিক নয়। কারণ বস্তুর রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি হলো

ব্যক্তি মনের উপর নির্ভরশীল। একই খাদ্য কারো কাছে সুস্বাদু আবার কারো কাছে বিস্বাদ ও বলে মনে হয়। কিন্তু কোনো খাদ্য একই সময়ে সুস্বাদ ও বিস্বাদ দুই-ই হতে পারে না। কাজেই স্বীকার করতে হয় যে স্বাদ ব্যক্তিনিষ্ঠ ব্যাপার-বস্তুনিষ্ঠ ব্যাপার নয়। এর দ্বারা প্রমাণ হয় সবগুণই বস্তুনিষ্ঠ নয়।

৭. সরল বস্তুবাদ একই বস্তুতে একই সময়ে বিপরীত বিরুদ্ধ ধর্ম প্রত্যক্ষ করার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারে না। একটি সোজা লাঠিকে জলে আংশিক ডোবালে বাঁকা দেখায়। কিন্তু একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, সোজা ও বাঁকা - এই দুটি পরস্পর বিরোধী গুণ একই সময়ে একই লাঠিতে অবস্থান করতে পারে না কাজেই অনুভব আমরা যা পাই, তাই বস্তু বা বস্তুধর্ম - সরল বস্তুবাদের এই

বস্তুত জ্ঞাননিরপেক্ষ নয়।

* সরল বস্তুবাদের ত্রুটি দূর করতে প্রতিরূপী বা বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠা :- 5/10

দার্শনিক লক সরল বস্তুবাদের দোষ ত্রুটি দূর করার জন্য প্রতিরূপী বস্তুবাদ বা বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের প্রবর্তন করেন। সরল বস্তুবাদ ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ, অমূল প্রত্যক্ষ ও স্বপ্নের যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে পারে না তাই দার্শনিক লক সেই ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হলেন এবং তার বস্তুবাদ তৎকালীন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ অনুসারে আমরা ইন্দ্রিয় অনুভবে সরাসরি বস্তুকে পাই না, পাই বস্তুর প্রতিরূপ বা প্রতিলিপি।

সরল বস্তুবাদ অনুসারে বস্তু সামগ্রিক ভাবে আমাদের ইন্দ্রিয় অনুভবে ধরা দেয়। কিন্তু লক বলেন এই মত

স্বীকার করেন প্রাত জ্ঞানের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। ন্যায়ের মতে আমাদের মনে একটি বাহ্য পদার্থের জ্ঞান, যখন ঐ বস্তুর ভাব যা ধারণা পরে এবং এই ধারণা স্বয়ংক্রিয় মাধ্যমে আমরা বস্তুকে চিনে থাকি। কারণ বস্তু সাক্ষাৎ ভাবে আমাদের অনুভব ধরা দেয় না, আমরা সাক্ষাৎ অনুভবে যা পাই তা হলে বস্তুর ধারণা বা প্রতিচ্ছবি। আমরা বস্তুকে সাক্ষাৎ ভাবে প্রত্যক্ষ করতে না পারলেও ধারণার মাধ্যমে পরোক্ষ ভাবে জানতে পারি সুতরাং বস্তুর জ্ঞান ধারণার মাধ্যমে হয়ে থাকে। যখন ধারণার সাথে বস্তুর মিল থাকে তখন আমাদের জ্ঞান হয় সত্য বা যথার্থ। আর যখন ধারণার সাথে বস্তুর মিল থাকে না তখন আমাদের জ্ঞান হয় মিথ্যা।

লকের বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদে একটি বিশেষ ত্রুটি হল এ ভ্রম প্রত্যক্ষের

সম্যকই ব্যাখ্যা করতে পারে। কারণ এই মতবাদ অনুসারে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বস্তুর আসল স্বরূপ। সাক্ষাৎ ভাবে আমাদের মনে প্রতিফলিত হয় না। আমরা বস্তুর প্রতীক হিসাবে কতগুলি ধারণাকে ~~ব্যক্তি~~ ~~হিসাবে~~ যা সাক্ষাৎ ভাবে জানতে পারি। যখন মনের এই ধারণা বিশেষ ~~ভাবে~~ বস্তুর যথার্থ প্রতিচ্ছবি হয় না তখনই ভ্রম হয়। কাজেই ভ্রম সম্পূর্ণ মনগত ব্যাপার। রজ্জু দেখে যখন সর্প ভ্রম হয় তখন সর্পের ধারণা রজ্জু ~~বস্তু~~ বিষয়ক প্রতিচ্ছবি মাত্র, এ রজ্জু যথার্থ প্রতিরূপ নয়। বস্তুর সহিত মনগত ধারণার সংগতির অভাবই হলো ভ্রম। ভ্রমের এই রূপ ব্যাখ্যা দিয়ে যাঁদের বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ সরল বস্তুবাদের ত্রুটি কিছুটা সংশোধন করেছে।

F.C Date- 29/10

1. জ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে বুদ্ধিবাদ ব্যাখ্যা কর +10

(10)

উঃ ✱ জ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে বুদ্ধিবাদ:

জ্ঞানের উৎপত্তি ও কেন্দ্র নিয়ে পাশ্চাত্য দার্শনিকরা দুটি বিপরীত বিভক্ত হয়েছে। একটি হল বুদ্ধিবাদী দার্শনিক সম্প্রদায় এবং অপরটি হল অভিজ্ঞতাবাদী সম্প্রদায়। যে মতবাদ স্বীকার করে যে, বুদ্ধির মাধ্যমেই যথার্থ জ্ঞান লাভ সম্ভব করা যায় সেই মতবাদকে বলা হয় বুদ্ধিবাদ। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকরা হলেন দেকার্ত, স্পিনোজা, ও লাইবনিজ।

জ্ঞানের উৎস সম্পর্কে দেকার্তের অভিমত:— বুদ্ধিবাদী দার্শনিক দেকার্ত জ্ঞানের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, বুদ্ধি থেকে উৎপন্ন ধারনা গুলির মাধ্যমেই আমরা যথার্থ এবং নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করতে পারি। এই প্রসঙ্গে তিনি আমাদের সবরকম ধারনা গুলিকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। এগুলি হল — (i) আগন্তুক ধারনা (ii) কৃত্রিম ধারনা ও (iii) সহজাত ধারনা।

ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যেসব ধারনা বাহ্যজগৎ থেকে মনোমধ্যে আসে, সেগুলিকে বলা হয় আসন্ন ধারনা। যথা- পাহাড়, পর্বত, নদী, নালা, বই, খাতা, ইত্যাদির ধারনা হল আসন্ন ধারনা। কৃত্রিম ধারনা প্রসঙ্গে দেকার্তের বক্তব্য হল আমাদের মন কল্পনার সাহায্যে নিজে থেকে যে ধারনা গুলি গঠন করে সেগুলি হল কৃত্রিম বা কাল্পনিক ধারন যেমন- সোনার পাহাড়, পক্ষীরাজ ঘোড়া, ডানাযুক্ত পরি ইত্যাদির ধারনা হল কৃত্রিম ধারনা। দেকার্ত মনে করেন আসন্ন ও কৃত্রিম ধারনা গুলি কখনই যথার্থ নিশ্চিত জ্ঞান লাভের উৎস হতে পারে না। আসন্ন ধারনা গুলির ভিত্তি হল প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা কিন্তু ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের জ্ঞান সবসময় সত্য হয় না। তাই আসন্ন ধারনা গুলি সত্য জ্ঞান লাভের উৎস হতে পারে না। আবার কৃত্রিম ধারনা

সুনিশ্চিত যথার্থ জ্ঞান লাভের উৎস হতে পারে না। কেননা এই ধারনা গুলির কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। আবার সহজাত ধারনা হল এমন ধারনা যা, জন্ম থেকে মানুষের মনে নিহিত থাকে। ঈশ্বর আমাদের মনের মধ্যে এইসব সহজাত ধারনা গেঁথে দিয়েছেন। যেমন- স্বাধীনতা, নিত্যতা, অসীমতা, পূর্নতা ইত্যাদির ধারনা হল সহজাত ধারনা। দেকার্ত মনে করেন এইসব সহজাত ধারনা গুলি হল সহজাত ও নিশ্চিত জ্ঞানের লাভের একমাত্র পথ। কেননা, এই সব সহজাত ধারনা গুলির উৎস হল বুদ্ধি। আর বুদ্ধি থেকে উৎপন্ন হয় বলে এইসব ধারনার জ্ঞানে কোনো সন্দেহ বা সংশয় থাকে না। এই ভাবে বুদ্ধি-বাদী দার্শনিক দেকার্ত বুদ্ধি থেকে উৎপন্ন সহজাত ধারনা সুনিশ্চিত যথার্থ ও নিশ্চিত জ্ঞান লাভের একমাত্র উৎস বলে প্রচার করেছেন।

* জ্ঞানের উৎস সম্পর্কে স্পিনোজার অভিমত -

দেকার্তের মতো স্পিনোজাও মনে করেন যে সহজাত ধারণা যথার্থ জ্ঞানের একমাত্র উৎস। সহজাত ধারণা উৎস হল বুদ্ধি তাই যথার্থ বা সুনিশ্চিত জ্ঞানের উৎস হল বুদ্ধি। স্পিনোজার মতে জ্ঞান তিনপ্রকার যথা- অসম্পূর্ণ বা অযথার্থ জ্ঞান, সম্পূর্ণ যথার্থ জ্ঞান এবং স্বজ্ঞালব্ধ জ্ঞান। সাক্ষাৎ অনুভব। স্পিনোজা বলেছেন বুদ্ধি থেকে উৎপন্ন সহজাত ধারণা গুলির মাধ্যমে আমরা যথার্থ সত্য ও নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করতে পারি তিনি মনে করেন আমাদের জন্মের সময় ঈশ্বর এইসব সহজাত ধারণা গুলিকে দিয়ে দেন। পরবর্তীতে বুদ্ধির সক্রিয়তায় এই ধারণা গুলি নিজে থেকেই আমাদের মনে জেগে ওঠে এবং এই সমস্ত সহজাত ধারণা গুলি দিয়ে আমরা এই জগতের বস্তু বা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে থাকি। এই ভাবে স্পিনোজা ঈশ্বরকে সামনে রেখে

জ্ঞানের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন

* জ্ঞানের উৎস সম্পর্কে লাইবনিজের অভিমত—

লাইবনিজ ছিলেন একজন জার্মান দার্শনিক এবং একজন চরমপন্থী বুদ্ধিবাদী দার্শনিক। জ্ঞানের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনিও বুদ্ধি থেকে উৎপন্ন সহজাত ধারণা গুলিকে নিশ্চিত বা সহজাত জ্ঞান লাভের একমাত্র উৎস বলে প্রচার করেছেন। তবে দেকার্ত ও স্পিনোজা কিছু কিছু ধারণাকে সহজাত ধারণা বলেছেন কিন্তু লাইবনিজের মতে আমাদের সকল ধারণাই সহজাত। তিনি মনে করেন এই সহজাত ধারণা গুলি প্রথমে আমাদের মনের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে, এবং বুদ্ধি এই গুলিকে ধীরে ধীরে প্রকাশ করে। তিনি মনে করেন আমাদের মন হল একটি দরজা জানালাবিহীন ঘরের মত, এবং তিনি মনাদ বা চিত পরমাণু নাম দিয়েছেন। মনাদ দরজা জানালাবিহীন হওয়ায় বাইরে থেকে কোনো কিছুই এর মধ্যে প্রবেশ করতে

পারে না। আবার এর থেকে বাইরেও কোনো কিছু যেতে পারে না। মানুষের মনে স্মৃতি যেমন সুপ্ত অবস্থায় থাকে ঠিক তেমনি মনাদ বা মনের প্রকৃতিতে সার্বভৌম বস্তু বা বিষয় গুলির ধারণা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। পরে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বস্তু বা বিষয়ের সরাসরি সংযোগ ঘটলে মন বা মনাদ সক্রিয় হয়ে ওঠে প্রতিফলনেই মনের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকা ধারণা গুলি নিজে থেকে আপনা আপনি জ্ঞানের আকারে প্রকাশিত হয়ে যায়। আমাদের বুদ্ধি নিহিত বস্তু বা বিষয়ের ধারণা গুলি জ্ঞানের আকারে আমাদের মনে নিয়ে আসে। তাই বার বুদ্ধিবাদী দার্শনিক লাইবনিজ তার মনাদ তত্ত্বের সাহায্যে জ্ঞানের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করেছেন। এবং বলেছেন যে বুদ্ধি হল যথার্থ এবং সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভের একমাত্র উৎস।

V.V.I /F.C Date- 7/11/25

২. জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ে অভিজ্ঞতাবাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো? +10

উ: * জ্ঞানের উৎস সম্পর্কে অভিজ্ঞতাবাদ:

জ্ঞানের উৎস কী? কীভাবে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়? ইত্যাদি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্য দর্শনে পরস্পর বিরোধী দুটি মতবাদ প্রচলিত আছে, সেই দুটি হল বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদ। অভিজ্ঞতাবাদ অনুসারে আমাদের সার্বিক জ্ঞানলাভের একমাত্র পথ হলো প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে যথার্থ ও সুনিশ্চিত জ্ঞানলাভ করা যায় একমাত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। আধুনিক দর্শনে দেকার্ত, স্পিনোজা ও লাইবনিজ হলেন বুদ্ধিবাদী দার্শনিক এবং লক, বার্কলে ও হিউম অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক রূপে পরিচিত। লক, বার্কলে, ও হিউমের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞানের উৎস বিষয়ে আলোচনা করা হল।

* জ্ঞানের উৎস বিষয়ে লকের মত—

অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক লক জ্ঞানের উৎস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি প্রথমে বুদ্ধিবাদীদের সহজাত ধারণা তত্ত্বটির খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন সত্যিই যদি সহজাত ধারণার অস্তিত্ব থাকত কিংবা মানুষ যদি সত্যিই সহজাত ধারণা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করত তাহলে তা সবার মধ্যে সমান ভাবে থাকত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় কেউ মূর্খ কেউ পণ্ডিত। সহজাত ধারণার অস্তিত্ব থাকলে কখনোই এরকম হত না। লকের মতে জন্মের সময় মানুষের মন থাকে একটি অলিখিত সাদা কাগজের মত— এখানে প্রথমে কোনো কিছুর ধারণা বা জ্ঞান থাকে না। পরে প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে এখানে বিভিন্ন

বাহ্য বস্তু বা বিষয় সম্পর্কিত ধারণা গঠন করা হয় এবং এই ধারণা গুলি থেকে উৎপত্তি হয় জ্ঞানের। লকের মতে আমরা দুটি পথ দিয়ে যাবতীয় জ্ঞান লাভ করে থাকি। একটি হল সংবেদন এবং অপরটি হল অন্তর্দর্শন। সংবেদনের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে থাকি। আর অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে আমরা মনোজগতের জ্ঞান লাভ করে থাকি। যেমন- সুখ-দুঃখ, আনন্দ, বিশ্বাস, ইচ্ছা, ইত্যাদি। লকের মতে প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমরা সরাসরি কোনো বস্তু বা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করতে পারি। আমরা বস্তু বা বিষয়ের ধারণা লাভ করি মাত্র। তিনি মনে করেন এই ধারণার সাথে বস্তুর মিল থাকলে বস্তুর জ্ঞান সত্য হয়

এবং মিল না হলে বস্তুর জ্ঞান মিথ্যা হয়। এই ভাব প্রচার করেছেন যে, প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় আমাদের ধারণা যদি হল সত্য ও নিশ্চিত জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়।

* বার্কলের মত — বার্কলে ছিলেন একজন খ্রিস্ট বিশপ। জ্ঞানের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লকের বস্তুবাদকে পুরোপুরি সমর্থন করেছেন। তবে লকের বস্তুবাদের সাথে তার বস্তুবাদের পার্থক্য হলো এই যে লক ধারণার অতিরিক্ত বাহ্যবস্তুর আলাদা অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেও বার্কলে ধারণার অতিরিক্ত বাহ্য বস্তুর আলাদা অস্তিত্ব মেনে নেননি। কেননা তিনি মনে করেন আমরা যদি সরাসরি ধারণাকে জানতে পারি এবং বাহ্য বস্তুকে না জানতে পারি তাহলে ধারণার অতিরিক্ত বাহ্য বস্তুর

আলাদা অস্তিত্ব আছে একথা কখনো কোনো ব্যক্তি প্রমাণ করতে পারে না। তাই তিনি মনে করেন আমরা শুধুমাত্র ধারণা সম্পর্কেই জ্ঞান লাভ করতে পারি। কোন বস্তু সম্পর্কে নয়। এই ধারণা গুলি আসে প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা থেকে এবং ইন্দ্রিয় লব্ধ ধারণা গুলির মাধ্যমে আমরা যাবতীয় জ্ঞান লাভ করে থাকি।

* হিউমের মত — হিউম লক ও বার্কলের মতবাদের মাঝে যে অসংগতি ছিল হিউম তা দূর করে দেখালেন যে জড়, আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। হিউম বলেন আমাদের সমস্ত জ্ঞান দুটি পথ ধরে আসে— একটি হল মুদ্রন এবং অপরটি হল ধারণা। তার মতে ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে এসে বাহ্য বস্তু গুলি আমাদের মনে যে ছাপ ফেলে তা হল মুদ্রন। আর এই মুদ্রন যখন অস্পষ্ট বা আবছা আকার

ধারণ করে তখন তাকে বলে ধারণা। কারণ হিউমের মতে মুদ্রণ ছাড়া ধারণা হয় না। ধারণা হলো মুদ্রণের অস্পষ্ট প্রতিরূপ। হিউম মনে করেন আমাদের সমস্ত জ্ঞানের উৎপত্তি হয় এই মুদ্রণ থেকে। তার মতে যাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না তার মুদ্রণ হয় না এবং যার মুদ্রণ হয় না তার অস্তিত্ব মেনে নেওয়া যায় না। হিউম, আত্মা, ঈশ্বর ইত্যাদির অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন কেননা এগুলিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না এবং এদের মুদ্রণও সম্ভব হয় না। সুতরাং এদের জ্ঞান সম্ভব নয়। হিউমের মতবাদকে সং-বেদনবাদ বলা হয় কারণ তার মতে একমাত্র সংবেদনই সত্য এবং যার সংবেদন পাই না তার সম্পর্কে আমরা জ্ঞান পেতে পারি না। আবার হিউমের

মতবাদকে সংশয়বাদ বলা হয়। কারণ তার মতে সার্বিক বা অনিবার্য সত্য বলে কিছু নেই কারণ সব জ্ঞান সম্ভাব্য।

* সমালোচনা - একমাত্র অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের উৎস হিসাবে স্বীকার করা যায় না। অভিজ্ঞতা-র সংবেদন বুদ্ধির দ্বারা ব্যাখ্যা করে না। নাহলে কোনো অর্থ পাওয়া যায় না শুধুমাত্র সংবেদনের সাহায্যে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। যেমন - মানুষের থেকে নিম্নস্তরের প্রাণীর সংবেদন অনেক বেশি শক্তিশালী। কিন্তু বুদ্ধির অভাবে বস্তু জ্ঞান লাভ করতে পারে না। কারণ শুধুমাত্র অভিজ্ঞতাকে যথার্থ সার্বিক জ্ঞানের উৎস বলা যায় না।